রাধা
আমি কৃষ্ণ
হবো
মৃণালকান্তি ভূঞ্যা
Log on www.modernpoetry.co.in

রাধা আমি কৃষ্ণ হবো!

২০১৩(জুলাই)

সূচীপত্র

তুন্দ্রা অঞ্চল	১
উজানিতনীয় স্রোত	২
উর্মিভঙ্গ চর	৩
নেহাই মেঘ	৪
ভূসাংস্থনিক শুছি	৫
শ্লথনকাল	৬
গিরিজনি আলোড়ন	৭
শীব তান্ডব	৮
বন্যা প্রাক্ কলন অঞ্চল	৯
পত্রমোচন কাল	১০
জোয়ার চক্র	১১
ব্যুগের বৈষম্য	১২
খ - গোলক	১৩
চারগুই প্রবাহ	১৪
বিদ্যুৎ গোলক	১৫
বিদারীয় অগ্ন্যুচ্ছ্বাস	১৬
মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা	১৭
স্বতঃ নিঃসারী উষ্ণ প্রসবণ	১৮
নগ্নীভবন	১৯
আদিবাসী বাস	২০
আপেক্ষিকতা	২১
বিপরীত লেপন	২২
বিপরীত আবর্তন	২৩

সূচীপত্র

বিপরীত গতি	২৪
কপট খেলা	২৫
আপেক্ষিকতা	২৬
নষ্ট সু	২৭
পরকীয়া ঘর	২৮
বিষের তীর	২৯
কৃষ্ণ কাঁটা	৩১
আমার পান্ডুলিপি	৩৩
একই শরীর	৩৫
গতিশীল রাশি	৩৭
সামান্য সরণ	৩৯
জীবন্ত জীবাশ্ম	৪১
বিরহানল	৪৩
পরকীয়া খেলা	৪৫
রাসলীলা	৪৭
বাঁশি	৪৯
পরকীয়া ভাব	৫১
সতীর জীবন লয়	৫৩
সিন্ধু সভ্যতা	৫৫
পরতাপ	৫৭
হ্লাদিনী রূপ	৫৯
মনের রোগ	৬১
নারদের ঘর	৬৩
অভেদ তত্ত্ব	৬৫
চন্ডাশোক	৬৭

তুন্দ্রা অঞ্চল

তোমার তুন্দ্রা অঞ্চলের তন্দ্রা ভাঙ্গবো সু
ক্লাউডবেরি বা উইলো জন্ম নেব
তুষার ঝঞ্ঝায় যতই ভরিয়ে দিক আমার দু চোখ
আমার চোখ জুড়ে ভাসে তোমার অখন্ড অবয়ব।
কত 'না তুষার যুগ পেরিয়ে গেল সু
ঘটল কৈ তুষার গলন,
আমার ত্রিকাল চলে গেল সই
তবু হলো না কথা
দেখা হল না তোমার চলন।
তুষার ফাটলের ওপর তুষার সেতু হয়ে
কেটে যাচ্ছে সমগ্র জীবন।
তলগ্রাব বা তুষারগলা হ্রদ
এসব এখন আমার শৈশব কল্পনা বা
স্বপ্নময় মনন।
কেবল বিশ্লেষণ সু
তোমায় মৃত্তিকার গঠন;
কুয়ারব্যাকে আমার দ্রুততম সঞ্চরণ
ক্ষয়, সঞ্চয় বা বহন এ সবই সু
তোমার কারণ।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (০৭-০৭-২০১৩)

উজানিতনীয় স্রোত

উজানিতনীয় স্রোতে আলোড়ন ঘটে যাবে সু
আমাদের বিপরীত শরীরে
উত্তর দ্যুতিতে আলোকিত হতে থাকবে
আমাদের মুখমন্ডল।
এভাবে ঘটে যাবে সু
আমার শারীরিক উৎপাটন
ভৌম মোরেন অঞ্চলে দেখা যাবে নতুন গঠন।
উৎসমুখী ক্ষয় ঘটে যাবে - জানা যাবে
উৎপত্তিগত বিবরণে।
উচ্চ সংসক্তি ঢালে
উচ্চতা নির্দেশক বিন্দুগুলোও
কেঁপে কেঁপে যাবে,
উত্তর থেকে ক্রমে দক্ষিণে।
উচ্চাসীন শিলাখন্ডের পাদদেশে মাথা রেখে
নির্ভয়ে অপেক্ষা করবো
আমার মৃত্যুদন্ডের....।
রচিত হবে জাতক কাহিনী
লাভ করবো মহানির্বাণ পদ,
তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও সু;
বইতে পারিনা আমি উদস্থিতিক বল।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১২-০৭-২০১৩)

ঊর্মিভঙ্গ চর

সাগর সৈকতে তোমার আমি সু
ঊর্মিভঙ্গ চর হব
প্রথম ঢেউ এসে ভাঙবে
আমার পলল বুকে।
ভালো করে দেখলে দেখতে পাবে সু
কাহিনী লেখা আছে ঊর্মিরেখায়
চোখের জলে ভিজে গেছে
আমার হাতের রুমাল।
উষ্ণমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ে কতবার আমার বসতি
গিয়েছে ভেঙে স্বপ্নের আড়ালে
তার হিসেব নেই।
উপরিস্থাপন সূত্রে মিলবে তারই সংঙ্কেত
উষাজীবীয় অতিকল্পে রাখা আছে
তারই ফসিল অতি যত্নে।
আমার চঞ্চল শরীরে যন্ত্রণা
বিন্যস্ত আছে প্রতিটি বিন্দুতে
ঘুম নেই সু ঘুম নেই
জেগে আছি রাত্রি দিন
মহাকালও কেঁদে যায় সু
আমার কারণে।
অথচ তুমি আছ নির্বিকার
তোমার গঠনে।
তোমার অঞ্চল খোল সু
একটু তন্দ্রা আসুক সর্বাঙ্গে আমায়।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১২-০৭-২০১৩)

নেহাই মেঘ

সু তোমার শরীরে তৃপ্ত হোক
আমার নব যৌবন,
ঘটে যাক নদী শোষণ।
তোমার গভীর তলে
হারিয়ে যাক
আমার অগভীরতল।
বিলুপ্ত হয়ে যাক আমার,
সমস্ত ভোগ লিপ্সা।
তারপর পরম শান্তিতে কেটে যাক
নক্ষত্র দিবস বা নক্ষত্র মাস।
যতই আমাকে ভুলে থাকার চেষ্টা কর সু
চোখ খুললেই আমি।
নেহাই মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ
কখনো দেখবে নিশাদ্যুতিময় মেঘে ঢেকে গেছ তুমি।
যেমন ঢাকা থাকে গর্ভের সন্তান মায়ের জঠরে
এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে নেব আমি
তোমার শরীরে আমার নৃভৌগলিক সংস্থান।
নিরক্ষীয় শান্তবলয়ও কেঁপে যাবে সু
রসবোধে আমার আভাসে।
এখানে তোমার জন্মান্তরের
সমস্ত রাগ সাধা হবে
সেতারের তারে।
নাব্যখাল সেজে উঠবে সু
উজ্জ্বল আলোকে।
মোহনায় বসে বন্দরের প্রতিক্ষা হবে শেষ
বেজে উঠবে শঙ্খ নতুন প্রভাতে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১২-০৭-২০১৩)

ভূসাংস্থনিক শুচি

ফোটোরিলিফে ফুটে উঠুক সু
তোমার ত্রিমাত্রিক গঠন
আলো আর ছায়া
খেলে যাক সমগ্র শরীর।
ভূ-সংক্ষোভে ঘটে যাক
ভূসাংস্থানিক শুদ্ধি
কেটে যাক আমার ভৌগোলিক জড়ত্ব
মরা কোটালেও জোয়ার আসুক আমার নদীতে
কেঁপে উঠুক মন্‌টানা ঢাল।
নরম বাটির মতো মন্থকূপও ভরে যাক
নুড়ি আর বালিতে
গর্ভভারের ঘর্ষণ ক্ষয়ে
আমার মর্মর দেহে
সঞ্চার হোক খানিকটা প্রাণের।
ছোট ছোট মরু উদ্ভিদে আবৃত
মন্টে অঞ্চলেও বয়ে যায়;
মরু ঝড় ক্ষণিক বাদে।
মরু অঙ্গনে মসৃণ গায়ে
বৈচিত্র্যময় ঘন মাদকতার নেশা
মরুলেপে রঞ্জিত বর্ণাঢ্য ভূমিপৃষ্ঠ
তোমারও শরীরে নেশা জাগায় সু
আমার অগোচরে।
যতটা আমি গতিশীল
ততটা তুমিও আমার কারণে।

(রচনাকাল ঃ- দুপুর : (১২-০৭-২০১৩)

শ্লথনকাল

আমার অসমান বক্ষ জুড়ে
কেবলমাত্র শুষ্ক উপত্যকা সু
আকণ্ঠ তৃষ্ণ নিয়ে রাত জেগে থাকি
ভারি বর্ষণে জুড়িয়ে দাও সু
এই তৃষ্ণার্ত শরীর।
চাতকের মতো বেঁচে থাকার অবসান হোক
তোমার বর্ষণে।
শুষ্ক ব-দ্বীপ ঘিরে
ঘটুক ক্ষণিক প্লাবন
শুষ্কায়ন ব্রেকসিয়ায় ফিরে আসুক আবার আর্দ্রতা
অবসান হোক সু
আমার শ্লথনকালের
কোটি বছরের নিদ্রা যাক ভেঙে।
আবার সাগর সৈকতের
তরঙ্গ আসুক ফিরে
সম্পূর্ণ খরার হোক অবসান
মিটে যাক যত থেকে যাওয়া
সম্পৃক্তি ঘাটতি,
তোমার বিহনে।
সামগ্রিক আবহাওয়া চিত্র পাল্টে যাক সু
তোমার ও আমার গড়ে ওঠা গতিশীল সমীকরণে
লা শ্যাটে লায়ারের গতিশীলসাম্যে
রচিত হোক আমাদের ভুবন সমান ও
অথচ বিপরীত আধানে।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১২-০৭-২০১৩)

গিরিজনি আলোড়ন

গিরিজনি আলোড়নে
কেঁপে যায় সু
তোমার ভঙ্গিল গঠন।
ভাঁজ পড়ে তোমার নরম শরীরে
ভাঁজের ওপর ভাঁজ কথা বলে
সর্বশরীরে।
আমার শরীরে সু
কেবল পীড়ন এসে
বাসা বাঁধে কথা বলে।
শরীরের স্পর্শ বিন্দুতে বিন্দুতে
কেবল পিপাসা
আর স্পর্শ লোভী যন্ত্রণা।
আমার শরীর জুড়ে রচিত হয়
প্রধান থ্রাস্ট সিমানা।
কেবল তোমার কল্পনায় সু
শেষের কবিতা বা প্রথম আলো
আরণ্যক বা বিষবৃক্ষ।
র‍্যাম উপত্যকায় মাথা রেখে
চ্যুতিভৃগুতট স্পর্শ করে যাবো।
তীক্ষ্ণ ভাঁজে রক্তাক্ত হবে শরীর
বদ্ধ ভাঁজে গিয়ে অকালে হারাবো।
এই খানে সেরে ফেলব আমি আমার
পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১৩-০৭-২০১৩)

শীব তান্ডব

আমার ভূকম্পচ্ছেদ অঞ্চলে,
তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি
আমার হৃদয় গ্রাবে
দীর্ঘ ফাটল ধরায়।
যেন চাতক নয়ণে থাকে
সমুদ্র প্রমাণ তৃষ্ণা
আমার প্রোটিন শরীর
তোমা বিনা চলতে না পারে।
ক্রমে ক্রমে ভারী হয়ে
ভূমিস্পর্শ করে
আমার অজান্তে —
স্বপ্নের গভীর অর্থ
খুঁজে চলে মন
তুমি হীনা আমি সু
চলতে পারি না।
ইলেকট্রনীয় মেঘে নিমেষে ছেয়ে ফেল আমাকে
তোমার শৃঙ্গারে দেহে তৃপ্ত সুখ আনো।
নিমেষে শূন্য হোক দু'জনার
সমান ও বিপরীত আধান।
বাৎসায়নের জীবন রস সুখ খাস খাক।
দু'জনার সুখে মহাশূন্যের প্রলয় ঘটে যাক
বেদ - জ্ঞানে তৃপ্ত হোক জীবনের মানে।
তুমি না এলে সু
মহাভূ-কম্প ঘটে যাবে।
শীব তান্ডবে ঘটে যাবে মহা প্রলয়
সমস্ত চরাচরে ধ্বংস সুনিশ্চয়।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১৬-০৭-২০১৩)

বন্যা প্রাক্ কলন অঞ্চল

আমার শরীরে গতিশীল সু
নিত্য প্রবাহমানা নদী,
মৃত্যুতেও জেনো নেই এর শেষ
এর বয়েস বাড়ে না বা কমে না সু,
যেন নিত্য ধ্রুবক।
এই গতিশীল জীবন সমীকরণে
জীবন এখানে যেন নিত্য চলরাশি,
নাগাশাকি বা হিরোসিমার সমগ্র ধ্বংস মাঝে ও সু
তুমি আর আমি নিমেষে একাকার।
জীবনের অজ্ঞাত অর্থ খুঁজে ফিরি
লালন ফকিরের মতো একতারা হাতে
দুঃখের এই পৃথিবীতে জীবনের গান
বিলি করে ফিরি
দ্বার হতে দ্বারে।
তোমার সাথে আপাত বিবাদ
লোকের হাসির খোরাক বটে
তোমার ও আমার নিত্য অভিসার
কালিনীর ঐ ভুলে।
তোমার বিহনে আমার বন্যা প্রাক্কলন অঞ্চল
ভেসে যাবে জলের প্রবল জোওয়ারে।
বসতি হারিয়ে যাবে
রচিত হবে ইন্দাস নদী তিরে
সিন্ধু সভ্যতার নব ইতিহাস।
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেট নদী তটে পাওয়া যাবে
ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার বায়ে ডাটা।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১৬-০৭-২০১৩)

পত্রমোচন কাল

তোমার বিহনে আমি যেন ঠিক সু
নিরবলম্বী নদী
নেই কোন গাঠনিক বৈচিত্র্য
আমার গঠনে।
নেই কোন আকাশ আমার ভুবনে
উঠে না সূর্য পূব দিক রাঙিয়ে
ভোরের আকাশে।
বা রাত্রিতে রাত্রিতে হাসে না চাঁদ
সবার আড়ালে আমার সাথে।
আমার শরীরের সবুজ গুলো
সব খসে খসে যায়,
সারাটি বছর ধরে
কেবল পত্রমোচনকাল।
জীবন্ত জীবাশ্মের মতো
কেবল স্মৃতি রূপে ভাসে
আমার পূর্ব পুরুষ ব্যাথা
বা আমার সেই পরপুরুষ কথা।
একাকী বেঁচে থাকার এমন যন্ত্রণা
সু আর সইতে না পারি।
এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল
সীতার পাতাল প্রবেশ।
পাপ বা পূণ্য এই বিচারে আর
মন সরে না সু;
আমায় এক মাত্র হোমলক বিষ দাও,
বিষ পান করি,
নিমেষে জুড়াক শরীর।
বা নীলকণ্ঠের সমস্ত বিষ
তুলে দাও হাতে
নিমেষে তা পান করি -
জুড়াক দেহজ জ্বালা
তোমাকে ছাড়া আমি সু
আর এক মুহূর্ত বাঁচতে নাই চাই।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১৬-০৭-২০১৩)

জোয়ার চক্র

সু তোমার জোয়ারচক্রে,
চন্দ্র থেকে ভূগোলকের
দূরত্বের ক্রমিক পরিবর্তনে
জোওয়ারি উচ্চতার
পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
জোওয়ারমিতি দিয়ে মেপে মেপে যাব সু
সেই প্রাবল্য,
প্রাবল্য বিস্তার ক্ষেত্র
অনন্ত অনন্ত কাল ধরে
খাদক যেমন ধায় খাদ্যের পিছু
আমারও তেমনি জীবন
ঘটে যাবে কিছু।
আমার বজ্র কঠিন ভূ-পৃষ্ঠও স্ফীত হবে
পূণ্যও স্নান হবে
তোমার জোয়ারের জলে।
ভরা কোটালে মেপে নেব
তোমার জোয়ার সীমা
জোয়ার তরঙ্গে আমাদের পূর্বচেনা
চন্ডিদাসে পূর্বরাগ বলে।
তারপর অসীমকাল ধরে
কেবল জোয়ার ঘর্ষণ সুখ খাবো
সবার অজান্তে
তোমার জোয়ারচক্রে সু
আমি নিঃস্ব হবো।
আমি অজান্তে ভেসে যাবো
স্থায়ী বসত ভিটা হারিয়ে গেলেও
আমি কাঁদব না
সু কেবল তোমার কারণে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১৭-০৭-২০১৩)

ব্যুগের বৈষম্য

সু তুমি আমার শীয়র সমীপে
সদা থেকো বসে যুগ যুগ ধরে।
যেমন চোখের মাঝে রত্নদ্বীপ জ্বলে।
না হলে সমগ্র বক্ষ জুড়ে,
জ্বলে উঠবে বাড়বানল ক্ষণিক অবকাশে।
সমগ্র শরীর হয়ে উঠবে দূষিত সু
কেবলমাত্র তোমার বিহনে।
আমার সর্বশরীর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে,
বিরহী রাধার চোখের জ্বলে
কৃষ্ণ অঙ্গে আমার
এহেন দহন যন্ত্রণা
আর সহ্য হয় না সু।
মৃত্যুর পবপারেও সু আমার মুক্তি নেই
আমার অতৃপ্ত আত্মা আজও
তোমায় ঘিরে আছে সহস্র বাহুপাশে
অক্টোপাশের মতো
তাই তুমি যেখানেই থাক না কেন—?
তোমার পিছু পিছু আমার তৃষ্ণার্ত
ব্রকেনের ছায়া মূর্তি তোমা পিছু ধায়।
আহ্নিক ও বার্ষিক গতির সাথে সমতা রেখে
আমার ব্র্যাকনার চক্রের ফলকে ফলকে লেখা আছে
বিম্বিসার অশোকের যুগ হতে আজও
তারই ইতিহাস
ব্যুগের বৈষম্যেই তুমি জেনে যাবে সু
আমার ভালোবাসার গভীরতা।
আমার প্রতিটি দৈহিক বিন্দুতে বিন্দুতে
বা তারও গভীরে
ক্রোমজমের কোডনে কোডনে,
নতুন প্রোটিন নির্মাণ দর্শনে
নতুন প্রজাতী সন্ধানে।

(রচনাকাল ঃ- দুপুর : ১৭/০৭/২০১৩)

খ - গোলক

উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ালে সু
দেখা যায় তোমার
অর্ধগোলকাকার মোহিনী আকাশ।
তোমার খ-গোলকে সু
আমার খ- দেহের ছবি আছে আঁকা।
ভূগোলের অসীম ব্যাসার্ধে সু
কত ছায়াপথের জন্ম ও মৃত্যু আছে লেখা
তার হিসেব নেই।
তোমার খ-গোলকের তারকাচিত্রে
আমার বিন্দু বা অবস্থান
আমার থাকা বা না থাকায় জানি
ঘটে না তোমার কোন বিকার
কিন্তু সু - বিন্দুরও তো তে বেদনা আছে
তারও আছে অনন্ত তৃষ্ণা।
তারও তো বেদনায়
চোখের কোণে জল জমে।
আলোতে যেন মনে হয়
সহস্র মুক্তো আছে জ্বলে।
কোন জহুরীর আসার আশায়
আমার শরীরে যদি খণ্ডধারা
সমীক্ষা কর সু তুমি
অচিরেই দেখতে পাবে,
আমার শরীরে প্রতি অংশ
কেঁদে মরে তোমার অঙ্গ স্পর্শ লোভে।
সৃষ্টির আদি থেকে
এই তত্ত্বই কথা বলে
তুমি এতই বিবাগী সু
বিন্দু বলে ভুলে থাক
অথচ এই বিন্দুর যন্ত্রণায় সু
সিন্ধু ডথলি উঠে।
কালো যমুনার জলে
দুকুল যায় ছেপে।

(রচনাকাল ঃ- দুপুর : (১৭-০৭-২০১৩)

চারগুই প্রবাহ

তোমার নিরতবায় সু,
আমার শরীরে প্রখর মধ্যাহ্নকাল
তপ্ত ও শুকনো বায়ু চারগুই
বয়ে যায় সর্বাঙ্গে আমার।
সমস্ত জীবনী শক্তি লীন হয়ে যায়
ক্ষণিকে চরম তৃষ্ণার্ত শরীরে নেমে আসে
মৃত্যুর কালো ছায়া।
শস্যল সবুজ মাঠ
নিমেষে শুকিয়ে যায়
চাষীরা চাষ ভুলে যায় সু
কেবল তোমার কারণে।
আমার সাহারা সম হৃদয় ভূমিতে
নিম্নচাপ কেন্দ্রে তীব্র উত্তাপে
ঘটে যায় ধুলি ঘূর্ণি।
অভিশীর্ষ পরিচলন স্রোতে
নিমেষে প্রলয় ঘটে
কতটা তৃষ্ণা বুকে নিয়ে সু
আমার দিন রাত্রি কাটে
দেখ নিও সু
আমার বালুকা বরণে
প্রতিটি মুহূর্তে ঘটতে থাকে সু
বায়ুসম্মার্জন।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১৭-০৭-২০১৩)

বিদ্যুৎ গোলক

সু হীন আমি সু যেন মণি হীন ফণী
সমগ্র মনে জুড়ে আছে বিচ্ছেদ বেদনা
সর্বশরীরে তাই কেবলই দহন যন্ত্রণা।
রাত্রি জুড়ে কেবল নৃত্য করে ফেরে
আমার ক্ষুধার্ত কঙ্কাল;
এখানে যেন রচে নিয়েছে মহাশ্মশান
আমার বেলা অবেলা ও কালবেলা।
ঘুম আসে না ঘুম,
রাত্রিও আমার কাছে সু বিমাতৃ জননী
আমার হৃদয়ের জমে থাকা ব্যাথা বেদনা,
কেবল গড়ে যায় বিদ্যুৎ গোলক।
এরই সঞ্চার পথে ধ্বংস হয় সৃষ্টি
সু হীন আমি যেন নববধূ
সদ্য হারায়েছে তার পতি।
আমার বজ্র কঠিন লৌহ সম হৃদয়েরও
সু মুহূর্তে ঘটে যায় বিবর্তন প্রক্রিয়া
বিপর্যস্ত হয়ে যায়
আমার সমগ্র গঠন।
সু হীন আমি যেন,
চাঁদ হীন আকাশ
নিশার গভীরে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (১৮-০৭-২০১৩)

বিদারীয় অগ্ন্যুচ্ছ্বাস

বিরহানলে ভস্মীভূত সু
আমার জীবন
কোথাও নেই কোন
অদৃশ্য শিহরণ।
দেহ মধ্যে থেমে গেছে
সমস্ত বিক্রিয়া।
একে একে খুলে গেছে
সকল বিক্রিয়া বেষ্টনী।
শিরা উপশিরায় কেবল
বিধ্বংসী তরঙ্গ
স্থানে অস্থানে হয়তঃ ঘটে যাবে
বিদারীয় অগ্ন্যুচ্ছ্বাস।
ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠবে সমস্ত এলাকা
আমার জীবন প্রবাহ বিখন্ডিত হবে—
ঘটে যাবে বিপর্যয়বাদ
সবার অগোচরে।
ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়ে উঠবে
বিলীন বলয়;
আমার শরীরময় সু সকল বিক্রিয়া
কেবল বিয়োজনময়।
অসহ্য কষ্টে সু দিন-রাত্রি যায়
আমার এই ব্যবর্তন সু
তোমার ভাবনায়।
স্থানে স্থানে ঘটে যায় ভৌম স্ফীতি
তোমার কল্পনায়
আমার ভ্রূলেখ এভাবে,
কেঁপে কেঁপে যায়।

(রচনাকাল ঃ- সকাল : (১৮-০৭-২০১৩)

মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা

সারা ভূগোলক জুড়ে বিস্তৃত সু
তোমার মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা,
তলভাগের কেন্দ্রিয় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে
তারই দুর্ভেদ্য মোহমাদকতা।
প্রশান্ত মহাসাগরে ডুব দেব সু
দেখব তার নিজস্ব গোপন গঠনশৈলী;
মধ্যমহাসাগরীয় বিদারের ঠিক মধ্য ভাগে
স্পর্শ দিয়ে অনুভব করব সু
সংকীর্ণ গ্রস্ত উপত্যকা।
পর পর টান চ্যুতি সু
তোমার শৈলশীরায় মাথা কুড়ে মরে।
উপবর্যুপরি অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে
বৃথা চেষ্টা তোমার সু
কোণারকী কৌণিক সৌন্দর্যকে
আড়াল করতে চাওয়া।
বিবর্তনের অন্তিম দান
বিধাতার শেষ সৃষ্টি।
এই মধ্যমহাসাগরীয় শৈলশিরা বরাবর
ভূ-ত্বকের সৃষ্টি ঘটবে—
দেখা যাবে নতুন প্রজন্ম মুখ।

(রচনাকাল ঃ- সন্ধ্যা: (১৮-০৭-২০১৩)

স্বতঃ নিঃসারী উষ্ণ প্রসবণ

সঙ্কটসীমা পার হলে সু
স্বতঃ নিঃসারী উষ্ণ প্রসবণে
ঘটে যায় বিস্ফোরণ
আপাতঃ শান্ত হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে চলে
ক্রমিক আন্দোলন।

সদ্যমৃত আগ্নেয়গিরিও জেগে ওঠে সু
কেবল তোমার আল্পনায়,
ফিশাশ ট্র্যাক পদ্ধতিতে জেনে নেব সু
তোমার গ্রোথ তোমার পরিণতি;
আমার বিদীর্ণ আয়নায়।

চোখের কোনে কালি,
শরীর জুড়ে লোল চর্ম,
মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে
আমার দুয়ারে।

তবুও সু তোমার ভাবনায়
মৃত্যুও রাঙা হয়ে ওঠে,
শুধু ছুঁইয়ে দাও আমার কপালে
তোমার দুই হাত।

তারপর যাক না ঘটে
অনিত্য শরীরের অগস্ত্যযাত্রা
তবু জানব সু চিরতরে যাওয়ার আগে
এ ছিল আমার অন্তিম অভিসার।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি : (১৮-০৭-২০১৩)

নগ্নীভবন

জায়মান স্তরে অজান্তে ঘটে যায়
চরম নগ্নীভবন;
দেহ হতে সমস্ত বাকল যায় খুলে;
যেন পর্ণমোচী বৃক্ষ
ঝরায়েছে তার সমস্ত পাতা।
যেন চিরবসন্তের বার্তা
এসেছে কানে
ম্যাগনোটোস্ফিয়ারের
দুর্ভেদ্য টানে।
দুজনেই আবিষ্ট
নিবিষ্ট আলিঙ্গনে,
এর মাঝে ঘটে যায়
আয়ন বিনিময়।
সমগ্র শরীর গেছে ঢেকে
আয়োনস্ফিয়ারের
অদৃশ্য মায়াবী যাদুতে।
কিছুকাল আগেও,
যা অশ্লীল বলে জানি
কী হেন যাদু মন্ত্র
দিলে মোর কানে।
নগ্নীভবন মাঝেও খুঁজি
রাধাতত্ত্বের মানে।
নতুন বোধ উঠে জেগে —
শিকড় কী ধায় ,
শুধু জলের খোঁজে।
না অন্য কোন পিপাসায়
ঘর্ষণ সুখ পেতে চায়
মাটির অনন্ত গভীরতায়।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (১৯-০৭-২০১৩)

আদিবাসী বাস

আমার শরীরে সু,
আদিবাসী বাস;
প্রদীপের আলোয় দেখি
তাহার নিবাস।
অকৃত্রিম ভালোবাসায়
জড়িয়ে চারধার
তোমার ও আমার নিঃস্ব হয়
সর্বস্ব লীনতাপ।
দুটি বিপরীত হৃদয়ে
কোন ঘনত্বে যায় মিশে;
সবার অগোচরে
আধারও বুঝতে না পারে,
দ্রবণের মানে।
মিশ্রনের ভাগ্যলেখা দ্রাবকের টানে।
আপেক্ষিক তাপমাত্রা
কেঁপে কেঁপে যায়
সীমান্ত রেখায়,
ঘোমটার আড়ালেও
নববধু সাজ যেন
খুলে খুলে যায়।
দুটি চৌম্বক গোলকের মাঝে সু
আমাদের বাসর বিলাস;
আদিবাসী হৃদয় যেন
সবার অজান্তে ছাড়ে সবলাজ।
ঝাড়বাতির আলোয় যতই
ঘটুক আধুনিকতম বিশ্লেষণ
কৃত্রিম ভালোবাসায়
তোমার হৃদয়
বজ্র কঠিন শিলাসম,
এখানে যদি ঘটে থাকে
কোন কিছু বিকার
সু তোমায় দেখি
তুমি অবাধ ও নির্বিকার।
সমস্ত সীমার মাঝেও
অসীমে তোমার বাস,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতায়
সু দেখি তাহার প্রকাশ।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (১৯-০৭-২০১৩)

আপেক্ষিকতা

তোমার আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সু
শরীরে লোমকূপে লোমকূপে জমে উঠে
বিন্দু বিন্দু ঘাম, নিবিষ্ট আলিঙ্গনে
আলোর স্পর্শে সু মনে হয়,
মুক্তোর জালক জ্বলে
অনন্ত দিগন্ত মাঝে আপন মনে।
আপেক্ষিক বন্ধুরতা গুলো সু
ভালো আর লাগে না,
ভালোলাগে না বয়েসের
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।
আমার আপেক্ষিক বয়েস
নিমেষে যায় বেড়ে,
আমার দেহগাত্রে ফুটে ওঠে
প্রাচীনতার উদাহরণ
সর্ব শরীরে ঘটে
আলোর বিশ্লেষণ
গঠিত হয়
নানান বর্ণালী গঠন।
আমি ভুলে যাই সু
আমার আপাত স্থিতি,
তুমি বাড়িয়ে দাও সু
তোমার দু হাত,
মেপে নি অন্তিম গতিবেগ।
ভালোবাসা কতটা গভীর হলে,
আকার ও আকৃতি পায় আমাদের দেশ।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রিঃ (১৯-০৭-২০১৩)

বিপরীত লেপন

আমাদের শরীরে সু
ঘটে যাক বিপরীত লেপন,
আমি থাকি নির্বিকার
নিয়ন বা জেননের মতো।
তুমি কাঁদ আমার কারণে
সাত সমুদ্র ঝরে
চোখের কোণে,
এভাবে সু তোমার শরীরে
ঝড় তোলে বিপরীত আয়ন।
আমি থাকি নির্বিকার সু
ঠিক যেন আকাশের মতো;
তোমার দেহে মেঘ ওঠে ঝড় বয়—,
চাঁদ হাসে তারাগুলো কথা কয়।
আমি থাকি নির্বিকার সু
যেন সামগ্রিক পৃথিবী গঠন,
তোমার দেহে ঝরণা নামে,
তোমার শীলাস্তরে সর্বক্ষণ ক্ষয়।
আমি যখন নিশ্চিন্তে ঘুমই
মরীচিকা ময়
তোমার হৃদয়ে সু
কেবলই মরুভূমি রয়।
হৃদয়ে তপ্ত বায়ু লু বয়ে যায়
সর্ব শরীরে সু আঁখি কথা কয়
আমি থাকি নির্বিকার,
তোমার সর্ব শরীরে বিয়োজন যন্ত্রণা—
সু আমার স্মরণে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (২০-০৭-২০১৩)

বিপরীত আবর্তন

ঘটে যাক মহাপ্রলয়,
দু'জনার শরীরে সু
লেখা হোক একই জীবনের
বিপরীত মানে।
ঘটে চলুক বিপরীত আবর্তন
দেহ হতে দেহান্তরে,
সূর্যের মতো স্থির হয়ে যাবে
আমার নিজস্ব অবয়ব।
আমার চিরটাকালের ঘূর্ণন যাবে থেমে
হৃদয়ের ধ্রুবক ব্যাকুলতা
তোমার জন্যে সু
তাও যাবে থেমে।
সমস্ত বিশ্বচরাচর উত্তপ্ত হবে
আমার নিজস্ব গুণে।
আলোকিত হবে ব্রহ্মাণ্ড
আমার নিজস্ব আলো বিকীরণে।
তোমার পূর্বের নির্বিকার দেহ
লিখতে থাকবে বিপরীত মানে,
দেখা দেবে তোমার ক্ষুদ্র দেহে
আহ্নিক ও বার্ষিক গতির
গড়ে নেওয়া তীব্র ঘূর্ণন।
তোমার শরীরে খেলবে
জোওয়ার ও ভাটা,
তুমি সু ঋতুমতী হবে।
দেখা দেবে রাত্রিতে বিরহের ভয়
ভোরের আলোয় কেবল
মিলনের আশা জেগে রয়।
আমার শরীরে যখন মহাশূন্য হাসে,
তোমার দেহ জুড়ে ঋতু বয়ে চলে
তুমি জারীত হতে থাকো
সু শীত বৃষ্টি রোদে;
এভাবে বয়ে চলবে সু
আমার বেদনা তোমার কক্ষপথে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (২০-০৭-২০১৩)

বিপরীত গতি

এত দিন আমি সু
কেবল জেগেছি রাত
তোমার বিরহে,
তোমারই কারণে।
চোখের কোণে জমে ওঠা
স্তরীভূত স্তুপ মেঘে
বৃষ্টি নেমেছে প্রবল বেগে
যমুনা জীবনে।
যখন স্মরণে খুঁজেছি সু
তোমার রৈখিক ও অরৈখিক মানে,
তখনি বিন্দু হতে সু
সিন্ধু এসেছে নেমে।
আমার ঘন গভীর ও কালো
দু 'চোখের কোণে
কেবলমাত্র সু তোমার মননে।
সর্বশরীরে ক্ষয়রোগ এসেছে নেমে
অপুষ্টি জনীত কারণে।
দেহ বলহীন, মনও গতিহীন
মৃত্যুর কালো ছায়া মিলেছে তার
অবাধ পাখনা সর্বাঙ্গে আমার।
জানি কিছুক্ষণবাদে এদেহ পড়ে রবে
নিঃষ্প্রাণ ও নিস্পন্দ—।
তবুও সু বুঝতে পারি না কেন,
এ জীবন ভার।
কোন মতে বাঁচার ইচ্ছা নাহি জাগে,
নিজের কাছে নিজেরই দেহ
পারদ সম ভারী লাগে,
সু মিনতি তব পায়
বাড়িয়ে দাও হাত
কেড়ে নাও এ দুঃখ ভার।
তোমার দেহে ছাড়িয়ে যাক বিপরীত গতি
সু মুক্তি দাও আমায়
সইতে পারি না আমি
তোমার বিরহ ভার।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (২০-০৭-২০১৩)

কপট খেলা

সু তোমায় আমি ভালোবাসি
তোমার মাঝে আমার গতি
রাত্রি দিন এটুকু বুঝি।
তুমিই আমার স্থিতি বা গতি
সু তুমি রাত্রি মাঝে পায়রা ওড়াও
দিনের বেলায় ক্লান্তি ভোলাও।
মৃত্যুকালে গীতার বাণী
জন্মকালে শঙ্খ ধ্বনি,
এ সকলি সু তোমারই যেন অমোঘ বাণী।
সংশ্লেষণে সু তোমায় দেখি
হাঁসছ কেবল অহর্নিশি।
বিয়োজনে সু তোমায় দেখি
কান্নায় ঘেরা তোমার রতি।
সকালে সু তোমার জাগা
মধ্যাহ্নে বাল্য ক্রিড়া।
সায়াহ্নে ভ্রান্তি বিলাস
রাত্রিতে সু বাসর সাজা।
ত্রিকাল জুড়ে সু
তোমার আসা ও যাওয়া
এই মহাকালও সু তোমার রচা।
আমি সু তোমার গড়া,
আমাকে নিয়ে খেলছ খেলা।
সকাল থেকে আবার সকাল বেলা
বিরাম নেই সু
তোমার কপট খেলা।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (২০-০৭-২০১৩)

আপেক্ষিকতা

তোমার অনুভূতি প্রবণ বিন্দুগুলো
প্রবণতা-তীব্রতা অনুসারে
যোগ করলে সু ,
পাওয়া যাবে আমার গঠন
তোমার শিহরণে জানা যাবে
আমার শিহরণাঙ্ক।
তোমার জৈব গঠনে জানা যাবে
আমার দ্রাব্যতা
জানা যাবে
কোন সঙ্কট তাপমাত্রার ওপরে গেলে,
তুমি ও আমি সু বাষ্প হবো
দুজনে আকাশে হারাবো।
জেনে নেবো কোন চ্যুতি ঘটলে
সুনামী ঘটে যাবে
দুই চর ভেসে যাবে,
প্লাবনের জলে।
সমকম্পনকাল রেখায় ও সমতীব্রতায় সু
আমি ও তুমি কেঁপে যাব
অনাদি ও অনন্তকাল,
যমুনার কালো জলে।
তোমার দেহের প্রতি বিন্দুর
অনুভূতির তীব্রতার সাথে,
প্রাণে প্রাণ দেবে বলে
আমার দেহের প্রতি দৈহিক বিন্দু কাঁদে,
সৃষ্টির আদি কাল হতে —
কৃষ্ণ প্রীতি অঙ্গে জড়িয়ে,
রাধা প্রেম কাঁদে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (২০-০৭-২০১৩)

নষ্ট সু

যে দিন প্রথম সূর্য উঠে
সু টেথিসের বুকে,
লজ্জা রাঙা দিগন্তের ওপার থেকে
তাকালে আমাকে।
সেদিন থেকে তোমার সাথে প্রথম আলাপ
লোকে পূর্বরাগ বলে,
তারপর থেকে নেশার ঘোরে মত
চেয়ে থাকি পূবদিক পানে।
পূব থেকে পশ্চিমে তোমার গমন;
সারাদিন কিভাবে কেটে যায় সময়,
অভিসারী মন বুঝি
তারও টের নাই পায়।
যে দিন প্রথম তোমার শরীর
রাহুতে ও কেতুতে করল গ্রাস
সে দিন থেকে আমার ছোট্ট
সুখের ঘরে সতীন বাস।
কাজেতে নেই কোন মন
ক্ষুধা গেছে কমে,
কবির কলমও সু
কাব্য নাহি আনে।
শব্দের পানে ধাই সু
শব্দ নাই আসে
কেবল যন্ত্রণাগুলো
মরা মরা করে।
কাব্যের হলো ছুটি
কবির চোখে জল,
নষ্ট সু জেনেও
কেন ভিজেছে আঁচল।
বাঁচার কথা শুনলে কেন
হোঁচট লাগে প্রাণে,
ঝড়ো রাতে মাঝ দরিয়ার মাঝে
মাঝি আর দাঁড় নাহি টানে,
নষ্ট সু জেনেও
কেন মৃত্যু হানে প্রাণে।

(রচনাকাল ঃ- দুপুর: (২০-০৭-২০১৩)

পরকীয়া ঘর

ঝরণা হয়ে সু
প্রথম নামলে আমার শিলাময় শরীরে।
পাষাণ হৃদয়ে শুনালে আপন গান মনের হরষে,
ধীরে ধীরে সবুজ বিকশিল সর্বাঙ্গণ ধরে।
কোমল কান্তিতে প্রেম ঝরে ঝরে পড়ে,
যেন ভরা শ্রাবণের ঝড়ে।
গাত্র হতে শক্ত গুলো
খসে খসে পড়ে সু
তোমারই আশ্বাসে,
পাহাড় হতে সমতলে নামলে তুমি
আপন মনে নিজস্ব গতিতে।
কোন মন্ত্রণা দিল মন্থরা
না জানি তোমার কানে
আমার প্রথম প্রেম বিসর্জিলে
ছুঁড়ে দিলে গঙ্গার পানে।
সন্তরণ নাহি জানি সু
আমার ক্রন্দন ধ্বনি
গঙ্গার প্রবল স্রোতে
ক্রমে হয়েছে বিলীন।
পরকীয়া পিরীতি লাগি আমার এই ধ্বনি,
নাহি পাশে কানে
পরকীয়া সনে হরষে গিয়েছ মাতি।
সাগর সঙ্গম পানে সঙ্গম কারণে
আমার বক্ষ ছিঁড়ে চলেছ ছুটি,
তোমার বিরহে সু অঙ্গে নামে ধ্বস
শরীরের সর্ব অণুতে ঘিরে আছে,
রাধার চোখের জল।
আমারই চোখের সামনে দিয়ে সু
তুমি আন বাড়ি যাও —
বল কেমনে বা সইব এই ছল।
অন্য নদীর দিকে ধাও,
তুমি অসতী হলে সেই আমার চোখে জল।
আমি যদি নষ্ট ছেলে হই সু
দেখব কেমনে বাঁধ এইপরকীয়া ঘর।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রিঃ (২০-০৭-২০১৩)

বিষের তীর

তুমি তো জানো সু —
তোমার পরিমিত ঐ দেহের মাঝে,
খুঁজে চলেছি দেহাতীত মানে।
অশ্লীল বলে গালি পেড়ে যায়
তোমার আঙ্গিনা দিয়া
আকাশের খুদ্র অতি
খন্ড খন্ড মেঘ।
ইতিমধ্যে ফেসবুকেও
মিলেছে কমেন্ড
তোমাকেও নিয়ে কী সহজ
পর্ণগ্রাফির রচেছি ভুবন।
কোন মতে সইতে পারি না সু
তোমার চন্দ্র মুখে এ হেন কলঙ্ক
আমার কারণে।
কিছুতেই ঘুমতে
পারি নি আমি
তিন দিন তিন রাত্রি,
যেন মনে হয় মহাকাল ব্যাপি,
সেই জেগে আছি
অসহ্য আমি।
বিষে সম্পৃক্ত
অগণিত তীরগুলো,

পরের পাতায়

বন্ধুর ছদ্মবেশে অজান্তে
দিয়েছে বিঁধে
কেবল বিষের যন্ত্রণায় সু —
রাত যায় দিন যায়
মহাকালও গড়িয়ে যায়
সইতে পরি না সু
এ তীব্র যাতনা।
আশুতোষও আঁতকে ওঠেন
দেখে এ বিষের সম্ভার
আমায় নিয়ে চল সু —
যমুনার কালো জলে,
ছায়াঘন কদম্ব তলে।
সেখানে ডুব দেব আমি,
চিরকালের তরে
আর না খুঁজব আমি
চাঁদের আলো
বা সূর্যোদয়ের মানে।

(রচনাকাল ঃ- সকাল: (০৫-০৮-২০১৩)

কৃষ্ণ কাঁটা

ছোট্ট আমার ঘর,
শান্তির নীড়
রোদে পুড়ত গা
বৃষ্টিতে ভিজত শরীর।
প্রদীপের আলো
আর গীতার বাণীতে
মুগ্ধ হতো নীড়।
শিবের জটার মাঝে
পরম প্রেমে
শান্তিতে ছিলে বেশ।
হতাৎ তুমি দ্বার ভেঙে সু
বাইরে এলে।
ভুলে গেলে আমার কথা,
পরকীয়াতে পড়লে ধরা।
আমি এখন শিকল পরা
বুকের মাঝে কেবল খরা।
তোমার কারণে সু—
হৃদয় মাঝে কেবল জ্বলন,
তীব্র দাহে জ্বলছে অনল
শান্তির এখন ধুলায় শয়ন
গড়ে উঠছে বিষাক্ত ভুবন।
সমুদ্র মন্থনে সু —
যত বিষ ছিল
তারও অধিক বিষ

পরের পাতায়

ছড়িয়ে পথের দু'ধারে,
কাঁটা বনে গেছে।
ঘরে ও ঘরের বাইরে সর্বত্র সু
এই ক্যাকটাসের বিছানা পাতা আছে।
যখন দেখি তোমার নিয়ে,
সবাই মিলে
মজাই শুধু লটে।
বলতে পার সু —
তখন এই কৃষ্ণ বিরহী রাঁধা মন,
তা সইবে কেমন ভাবে।
কেবল — অস্থির হয়ে উঠি সু।
তুমি তো বোঝ সু —
গুরুজনে ভৎর্সনা,
প্রতিবেশি গঞ্জনা
সতীনের যন্ত্রণা,
শাশুড়ির লাঞ্জনা।
মৃত্যুর চেয়েও কালোরূপ
এরূপ বর্ণনা।
রাজার রাজা
মৃত্যু দন্ড দিক —
এ ভুবন ছেড়ে দেব,
নেই কোন অন্তিম প্রার্থনা।

(রচনাকাল ঃ- দুপুরঃ (০৫-০৮-২০১৩)

আমার পান্ডুলিপি

মনের গভীরে অথবা
মনের কেন্দ্রে সু
খেলিছ তুমি নিরবধি
আপন মনে আমারই সাথে।
প্রথম পরমাণু হতে
বর্তমান ব্রহ্মান্ডে
শাশুড়ী বা ননদ কেউ ছিল না
আমাদের ঘূর্ণন পথে,
অর্থময় জগতের মাঝে;
একমাত্র তুমিই ছিলে সু।
আমার পরমার্থ কল্পনা।
সকালের হেনা
আর সন্ধ্যার কামিনী,
এভাবে আসত ফিরে
সকাল হতে যামিনী।
তুমি কেন সু —
জোর করে জন্ম নিলে
পেনের গভীরে অর্থময় জঠরে।
ঘটল তোমার জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম
আমার শরীরে।
এলিয়ে দিলে তোমার নিসর্গ শরীর
আমার সমগ্র পান্ডুলিপী জুড়ে।
ননীর পুতুল সম সু
নরম তোমার গা,
হাত ও পা ঋজু
যেন কদম্বের ডাল।
তোমার হাওয়ায় দোলা
ঘনকালো এলোমেলো কেশ

পরের পাতায়

শৈলশীর থেকে তরাই প্রদেশ
ক্রম কুঞ্চিত তার রূপ
যেন অগণিত উর্মি জুড়ে
আছে তার বুক।
তোমার হাওয়ায় দোলা সু
এই এলোমেলো কেশ
যেন মনে হয়
গোটা দিগন্ত ছেয়ে এই
কালবৈশাখী মেঘ।
তোমার হাঁসিতে ঢেউ খেলে যায়
সমস্ত নদীর তটে তটে
নরম বালুকা চরে।
তুমি যখন হেলান দিয়ে বস সু—
আমার পাণ্ডুলিপি পরে।
যেন মনে হয় —
প্রিয়তমা হিমালয় সমীপে আছে বসে
গাত্র জুড়ে লক্ষধা সৌন্দর্য বিস্তার করে।
তারপর যারাই তোমার সাথে
চোখে চোখ রাখলো সু,
মুহূর্ত ভগ্নাংশে গড়ে উঠলো
তোমার সাথে পরকীয়া প্রেম।
আমার সুখের ঘরে সুখ গেল মরে
ঘর হারিয়ে পথের মাঝে রই পড়ে
লালন ফকিরের গান গেয়ে ফিরি
দোর হতে দোরে।
বিরহী যাযাবর জীবন সু —
ভীষণ কষ্টে বয়ে নিয়ে চলি।
আমার অসাড় পা যেমন —
বয়ে নিয়ে চলে
একান্ত নিরুপায় শরীর।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি: (০৫-০৮-২০১৩)

একই শরীর

কেউ তো খুশি নয় সু
তার নিজস্ব ঘরে।
সবার বসতবাটি ঘিরে
পরকীয়া হাসে খেলে
অনিয়ত কাল ধরে নিয়ত কালে কথা বলে।
সু আমার দু জনায় নিয়েও
লোকে একই গল্প লেখে,
চার্বাকবাদে।
লোলচর্মে ঘেরা রক্ত ও মাংসের চোখ
বোঝে না সু আমাদের
পরম প্রেমের চরম মানে।
কার জন্ম আগে
বা কে এসেছে পরে
দেবলোকেও এই বির্তক
আজও নেই থেমে।
সু তোমার হতে
আমার বিকাশ
লোকে হয়ত ভাবে।
সু তোমার সৃষ্টির
পেছনেও তো
পরকীয়া আছে।
আছে সু আমার
জাগতিক ও অজাগতিক শক্তি
সৃষ্টির আদিকান্ডে।

পরের পাতায়

তুমি ও আমি মিলে
সু একই শরীর
একই মুদ্রার দুই মানে।
চোখের ওপর বিছানো লেন্সে
যে রঙ গিয়েছে খেলে
আমাদের দেহ রঞ্জিত হয়
সেই লিটমাস রঙে।
চর্যাপদ হতে
আধুনিক কাব্যে।
দু'জনার জাগতিক
ও আপেক্ষিক অবস্থান
দ্বন্দ্ব দিয়েছে হেনে
পৃথিবীর বুকে।
এই নাগসেলে বদ্ধ জগত
মৃত্যু সমকাঁদে।
গতিশীল এই কাহিনী
শেষ নাই হবে সু
তোমার ও আমার কারণে।
সৃষ্টি তাই হয়েছে গতিশীল
আমাদের মোহন বাঁশির স্বরে।
রাগ ও রাগিণীর অনবদ্য মায়ায়
দেবলোক হতে মানবলোকে।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি: (০৫-০৮-২০১৩)

গতিশীল রাশি

সু কেমন ভাবে বিবৃত হবে —
এই সহজ রসায়ন
জারণে বা বিজারণে
গতিশীল সাম্যে,
বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়া জাতকের মাঝেও
একই দ্বন্দ্ব চলে আধারের মাঝে।
আধারের অনন্ত গভীরে সু,
এই দুর্ভেদ্য আঁধারকেও বোঝান নাহি যায়,
কষ্ট কল্পিত হয় সৃষ্টির মানে।
আমি যদি হই গতিশীল বাতাস —
সমগ্র ভুবন মাঝে
তুমি তো নিশ্চিন্তে দোল খাও
গাছের সবুজ পাতায়।
তুমি যদি হও দুঃস্বপ্ন
আমি তো খুঁজেছি এই গভীর রাত্রি
চাঁদের মুখে সু
তুমি তো মিষ্ট হাঁসি
হেঁসে যাও দিগন্তব্যাপি।
আমি তো সূর্যের আলো
তাইতো তুমি হলে চলমান রাশি।
তুমি তো হিন্দলে দুলে দুলে চল
সুবিশাল এই সমুদ্র বক্ষে

পরের পাতায়

আমি তো সলিল রাশি
ক্রমে লিখেই চলেছি
তোমার ভাগ্যলিপি
সৃষ্টির আদি থেকে।
সময়ের গর্ভে আমি
যদি হই মহাকাল
তুমি তার অনবদ্য
টিকটিক ধ্বনি।

মৃত্যুরও সময় আমি হেসে চলি সু
তুমিতো জন্ম নিয়েছ জানি।
আমাতে তোমাতে বিভেদ করাটা
সমুচীন নাহি মানি।
তুমি যদি হও দেহের আকার —
আমি তো তারই প্রাণ,
এভাবে রচা এ ব্রহ্মান্ড
এতে দু'জনার সমান সমান দান
অনন্ত সমান।
তুমি যদি গ্রহ বা গ্রহাণু হও সু —
আমি তার সঞ্চারপথ পাহাড় প্রমাণ।

(রচনাকাল ঃ- রাত্রি: (০৫-০৮-২০১৩)

সামান্য সরণ

উত্তাল সমুদ্র বক্ষে
তিন ভাগ ভূগোলে
ভাসিয়ে দিয়েছ সু,
তোমার পরকীয়া ভেলা
অবহেলা ভরে,
খোঁপাতে কামিনী থোকা
নুয়ে নুয়ে পড়ে
চন্দন চর্চিত গা।
ননী অঙ্গে শোভে
মৃদুমন্দ সমীরণে —
তোমার অভিসারী কথা
রটি গেল ক্রমে,
সু পড়েছে পরকীয়া প্রেমে।
বড়াইকে সাথে নিয়ে চলেছ সু
বিশাল সমুদ্র বক্ষে,
নির্জনতম স্থানে।
কপালে জ্বলছে
শত সহস্র নীহারিকা,
আলোকিত হৃদয়ের তানে।
পায়েতে ঘুঙুর দিয়েছ খুলে
পাছে শব্দ শুনে
লোকে কিছু বলে।
তোমার আভরণহীন
পা যুগল সু
যেন সুরাপাত্রে
সাজানো আছে সুরা।
যেন অধরা নেশায় টানে
তোমার এই চঞ্চলা পা।

পরের পাতায়

তোমার রাধা অঙ্গ জুড়ে
নীলাম্বরী শাড়ি যেন
খসে খসে পড়ে।
যেন আকাশ গাত্র হতে —
ধুমকেতুগুলো খসে খসে পড়ে
দূর্ভেদ্য অভিকর্ষ টানে।
তুমি মহাকর্ষের পিছু ধাও সু —
বড় লোকের মেয়ে
তোমার প্রীতি লাগি
ক্ষুদ্র এই পৃথিবী যে
সৃষ্টি হতে আজও
তোমায় টানে
কেন্দ্রের পানে।
ধ্বংস আসছে সু ধ্বংস —
ক্ষণিক পরে
মহাপ্রলয় ঘটে যাবে।
ধ্বংস হবে পৃথিবীর প্রাণ
তার আগে সু,
মিনতি করি তোয়
একটিবার অর্থ খোঁজ
পৃথিবীর মানে,
এ ধরার টানে।
সার্থক হোক জন্ম আমার
সার্থক হোক মরণ
তোমাকে স্মরণ করে
ঘটেছে যে,
তোমারও সামান্য সরণ।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (০৯-০৮-২০১৩)

জীবন্ত জীবাশ্ম

সুনামী তান্ডবে ভেসে গেছে সু—
খড়ের ছাওয়া,
মাটির দাওয়া, ছোট্ট ঘর।
রোদ পড়ত দিনে,
পুড়ত দেহ তাপে।
রাতে ভিজত শরীর,
শ্রাবনের ঝড়ে।
তবু অন্য কোথাও সু—
গড়িনি নতুন কোন ঘর।
জীর্ণ দোরে বসে দেখছি সু —
কেমন ভাবে অবলীলায় গড়ছ তুমি,
দিনে ও রাত্রে পরকীয়া চর।
ভুলেছ আপন ঘর,
নিত্য চরাচর।
কোথাও তোমার নেই,
কোন বিন্দুমাত্র লাজ —
পর পিরীতি লাগি তুমি,
হয়েছ নিলাজ।
আমারি আঙ্গিনা দিয়ে,
মাঝ রাতে তুমি অভিসারিণী হও
একবারও তুমি
পিছু ফিরে নাহি চাও।
পর অভিলাষে তুমি,
পিছু পিছু ধাও।
এতই উতলা তুমি,
ভুলেছ আপন ও পর।
নিশীথের ভারে
রাত্রে আসে না ঘুম।
বন্ধ দুয়ার দেখে যদি —
যদি ফিরে যাও,
ভুল করে ফিরে এসে
যদি দেখা নাহি পাও।
দিনেও জগি থেকে
তন্দ্রা ও নাহি আসে,
যদি কোন সন্দেহ
আসে তোমা হতে

পরের পাতায়

কিংবা প্রমাদে পড়িলে
কেবা যাবে ছুটে।
কত কষ্ট পাবে তুমি
কেউ না আসলে
বিপদের কালে।
তোমার সুখে নাহি হোক —
বিপদ মাঝারে,
যদি আমি থাকি কাছে।
আমার এ মানব জীবন —
তবে সার্থক হবে।
তোমার বিপদে যদি —
আমার এই শুষ্ক
দেহ তরু হতে
প্রাণ বিন্দু যায় ঝরে।
তবুও দেখব আমি
তোমার এই ননী অঙ্গে
কোন ক্ষুধার আঁচর
লেগে নেই সেঁটে।
তোমার সোনার অঙ্গে
অক্ষয় রবে —।
আমার শরীরে
যত রক্ত আছে
যাক না নিমেষে ঝরে।
মরু এই ধরিত্রীর বুকে।
জানি এই নশ্বর শরীর
এক দিন শেষ হবে।
তবুও তোমার শরীর হতে
এক বিন্দু রক্ত
কোন মতে কোন ক্ষণে
ঝরতে নাই দেব।
আমার এ শীর্ণ শরীর
জীর্ণ ধরিত্রী মাঝে
অকালে খসাব।
তোমার শরীর হতে—
কোথাও এক বিন্দু রক্ত
অকালে চল্কে গেলে
তারই তলে দেখতে পাবে
শুয়ে আছে.....
আমার জীবন্ত জীবাশ্ম
সেই টেথিসের যুগ হতে।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (০৮-০৮-২০১৩)

বিরহানল

এ কেমন নদী সু—
এ কেমন তর নদী,
নিত্য ভাঙো, আমার তট
গড়ছ কেবল নতুন চর।
দিন রাত্রি জুড়ে তুমি,
ভাঙ্গা গড়ার খেলায়,
গিয়েছ মেতে তুমি,
বালক সুলভ নেশায়।
চপল মতি তোমার অস্থির মন
ফুলের কাননে যেন মত্ত বারণ।
আকাশের উদার বক্ষে —
মুক্ত বলাকা মেলে তার ডানা
গান গেয়ে ফিরছিল
দিক হতে দিগন্তে,
যেমন শিশুরা ক্রীড়ায়,
মেতে থাকে নিজ মাতৃ ক্রোড়ে।
হঠাৎ শিকারীর তীর
হানলো তার বুকে।
লুটায়ে পড়ল সে,
ধরিত্রীর বুকে।
সমস্ত গান গেল থেমে
হঠাৎ ধ্বংসের কাছে এসে।
যেন সদ্য স্নাতা রমনী
পেল খবর নিথর শরীরে
পতি তার হারায়েছে প্রাণ
সম্মুখ সমরে।
তোমার বিরহানলে সু—

পরের পাতায়

হৃদয় যায় পুড়ে ,
দিন কাটে না সু,
রাতও কাটে না।
এ হেন দহন তাপ,
সইতে পারি না।
বিধাতার কাছে করি প্রার্থনা —
এ হেন মানব জীবন
আর তো চাই না।
সর্ব শরীরে সু —
কেবল বিরহ যন্ত্রণা।
এ হেন দহন জ্বালা
তপনেও সইতে পারে না।
শ্রাবণ বরিষণ সম —
আঁখিতে অশ্রু ঝরে।
প্রেমানলে পুড়তে দেখে —
প্রেমিক শরীর,
রোমিও ভুলেছে তার —
আপন ব্যাথা।
নিরীক্ষণে এহেন ব্যাপকতা।
শত্রুও ভুলে গেছে —
শত্রুতার কথা।
দাঁড়িয়ে নীরবে
চোখের জল ফেলে,
কপোলে করি আঘাত।
ত্রিভুবন পরে
রান্না চড়েনি কারোর —
বিশ্বব্যাপী যেন চলে হরতাল।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : ০৭/০৮/২০১৩)

পরকীয়া খেলা

পর্ণ কুটির হতে জানকীরে —
হরণ করল দশাননে
স্বর্ণ মৃগ বধ করি,
মায়ার মায়াকে ছলি।
দাশরথি যখন দেখিল
শূণ্য এ কুটির —
কেমনে বোঝাব সু,
আমি এহেন স্থিতি।
কেমন ভাবে
থাকে বেঁচে সতীহীন পতি।
পতি নিন্দা—
সইতে না পেরে
সতী বিসর্জিল প্রাণ,
দক্ষ কুন্ড পরে।
এই বার্তা যবে —
পশিল শিবের কর্ণকুহরে।
অকস্মাৎ বাজ যেন
হানিল শিয়রে।
এ বিরহ যন্ত্রণা সু —
আশুতোষ বইতে না পারে।
সতী অঙ্গ লেপন করি অঙ্গে
পশুপতি উঠল জ্বলে
প্রবল বিরহানলে,
শোকের অনলে।
সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ নিশ্চয় —
কালভৈরবী নৃত্য জুড়েন
রুদ্র মহিমায়।
পার্বতীর হৈম রূপ বিনাদরশন
দেবলোকেও বইতে পারে না সু,
এই বিরহভার।
আমি তো তুচ্ছ নর, ক্ষুদ্র এ হিয়া।
কেমনে সইব বল, এই পরকীয়া খেলা।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (১০-০৮-২০১৩)

শ্রাবণের লেখা

আমার ভাগ্যচক্রে সু,
শনির অকাল প্রবেশ।
ঘটে যায় গ্রহদোষ
রাহু আর কেতু মিলে
সর্বশরীর গ্রাসে
ঘটে যায় দৈবের ফের।
ললাট লিখনে নেই সু —
এই বিড়ম্বনার শেষ।
শ্যাম রাখি না কুল রাখি
মান রাখি না মন রাখি
খুঁজে না পাই।
দেহের সব অঙ্গ যেন —
হচ্ছে পুড়ে ছাই।
শিকার যেমন শিকারীর কবলে
শত চেষ্টায়ও বাঁচতে নাই পারে।
হাতিতেও কাদায় পড়লে সু
মশায় লাথি মারে।
এ হেন বিরহ দশা সম্মুখ নিরীক্ষণে
যে দশাননের বিশ নয়নে বিষ ভরা
তাঁহারও চোখের কোণে কোণে
অজান্তে অশ্রু ঘনায়।
অশ্রু ঝরে ঝরে পড়ে
যেন ভরা বাদলের ধারা
কোন বাধা নাহি মানে
যেন ভরা শ্রাবণের লেখা।
দূর্যোধনও কুরুক্ষেত্র মাঝে
আর গদা নাহি ধরে,
ভীমের গদা সজোরে আঘাত করে
তাঁহার জানু পরে এসে।
হঠাৎ মেদিনী রথ, বিরহ অনলে চক্র গ্রাসিল
কর্ণ আর গাণ্ডিব নাহি ধরে
প্রাণ ভিক্ষা তরে।
অর্জুনের সহস্র বাণ হানিল তাঁহাকে
রক্ত বানে ডুবিল ধরণী।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (২৭-০৮-২০১৩)

রাসলীলা

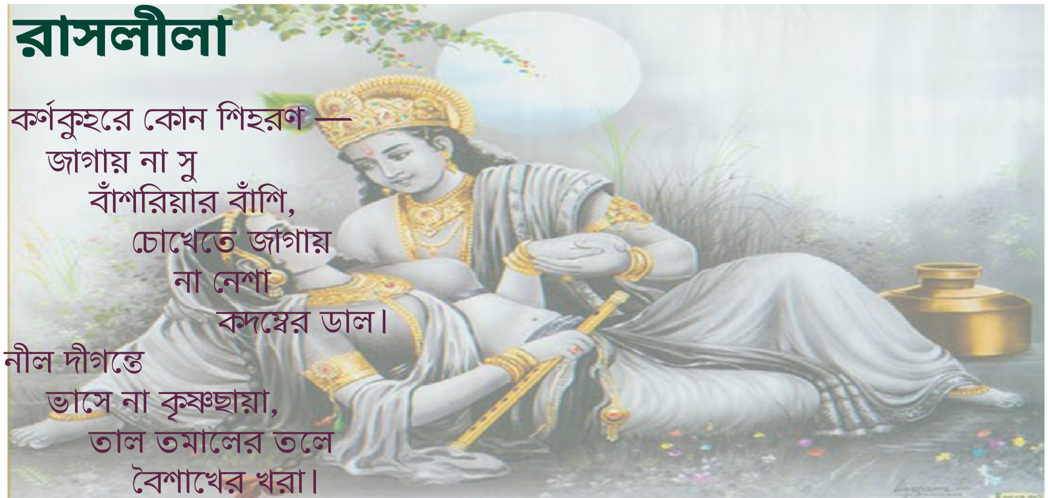

কর্ণকুহরে কোন শিহরণ —
জাগায় না সু
বাঁশরিয়ার বাঁশি,
চোখেতে জাগায়
না নেশা
কদম্বের ডাল।
নীল দীগন্তে
ভাসে না কৃষ্ণছায়া,
তাল তমালের তলে
বৈশাখের খরা।

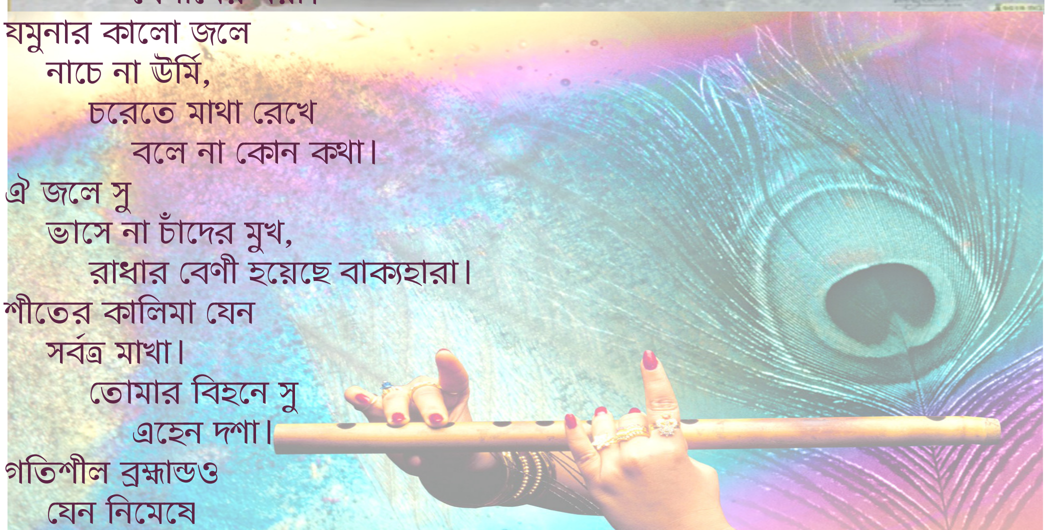

যমুনার কালো জলে
নাচে না ঊর্মি,
চরেতে মাথা রেখে
বলে না কোন কথা।
ঐ জলে সু
ভাসে না চাঁদের মুখ,
রাধার বেণী হয়েছে বাক্যহারা।
শীতের কালিমা যেন
সর্বত্র মাখা।
তোমার বিহনে সু
এহেন দশা।
গতিশীল ব্রহ্মান্ডও
যেন নিমেষে
স্থির হয়ে যায়
শুনে আমার এ
বিরহ কথা।
আধান ও ভুলে যায় সু
বিপরীত মানে।
ঘূর্ণন কক্ষের মাঝে
স্থির চোখে দেখে
কতটা রক্ত
এক সাথে চলকে গেলে
দেহের আধার হতে।
প্রেম এসে কথা বলে —
কৃষ্ণের কানে
অবারিত তানে।

পরের পাতায়

আর তুমি
খুঁজতে যেও না সু
পরকীয়া মানে।
মাটিতে বিছাও আঁচল
ক্ষণিক অবকাশে।
ক্লান্ত এ শরীর
ক্ষানিকটা জিরিয়ে নিক,
তোমার আভাষে।
পরজন্ম স্বপ্ন
খান খান হোক
মুহূর্ত অবকাশে।
দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতা
কাঁদুক সমান আঘাতে
প্রেম আর পরকীয়া প্রেম
মিলে মিশে এক হোক
যমুনার কালো জলে।
কৃষ্ণের সাথে
বলুক কথা,
আয়ান ঘোষে।
তৃণের চেয়েও
হীণ হয়ে কেন
লেখা আছে
এ প্রেমের মানে।
সবাই ছোটে কেন
পরকীয়া টানে।
কৃষ্ণের রাসলীলায়
লেখা তার
নিজস্ব মানে।
সবাই যদি
ছাড়ে ঘর
পরকীয়া টানে।
বাজবে না কোন সুর
আপনার তানে।
তখন এ সৃষ্টি
ধ্বংস হবে সু
কেবল তোমার কারণে।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (১৮-০৮-২০১৩)

বাঁশি

যমুনা তটে ধ্যানমগ্ন চোখ
ব্রহ্মা এসে শুধালেন হেসে
হে যুবক কী নাম তোর
বল্লাম আভাষে
আমার নাম প্রেম।
ব্রহ্মা বললে হেসে —
এখানে নেই কোন
উত্থান বা পতন।
দ্রোপদী এখানে
পান্ডব পত্নী,
সীতা রামের
ঘরনী হন।
সমুদ্রের জলে
নাহি বহে বাতাস
বিশাল জলধিপ
আছে ভরা,
সুবিশাল আধার।
ঢেউ বিনা গড়ে না
নতুন কোন চর।
এ সৃষ্টি হবে
দৃষ্টি হারা।
প্রাণের নেশাতে প্রাণ
গাইবে না গান।
কেবল দেহের দৈর্ঘ্য
মাপা হবে
মাপা হবে
প্রেমের আক্ষরিক মান।
পরকীয়া ভাব যদি
নাহি জাগে প্রাণে
কোন ঘর উঠবে না গড়ে
এ ত্রিভুবনে।
সতীর স্কন্ধে করে —
শিবের নৃত্য যাবে থেমে।

পরের পাতায়

বৃক্ষ যেমনে শুষ্ক হয়
জলের প্রভাবে।
তারা হীন আকাশ যেমন
স্থির থাকে ক্ষুধার রাজ্যে।
দশরথ প্রাণ যেমন
রামের বিহনে।
যেমন শুষ্ক যজ্ঞ কাষ্ঠ
পড়ে থাকে,
হোমের কারণে।
কৃষ্ণ বাঁশি স্থির রবে
রাধার মরণে।
তেমনি ভাবে —
প্রেমের ও থাকবে না
কোন মানে
এ নিখিল ভুবনে।
প্রেম যদি হয়
বাঁশের খোলক সতীনের তাপ
অনন্ত বাতাস হলো
পরকীয়া ভাব।
এই ভাব—
যখন যায় বয়ে,
সুশান্ত মলয়ে।
কৃষ্ণের বাঁশি
উঠে বেজে
সুরের সপ্তকে।
বিরহী রাধা
হয় উতলা
সৃষ্টি উঠে জেগে।
বিশ্ব চরাচরে
গান উঠে বেজে,
পরমাণু হতে
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (১৮-০৮-২০১৩)

পরকীয়া ভাব

প্রেমটাই কী আসলে —
পরকীয়া ভাব।
খুঁজে ফিরে ফিরে মরে
উতলিনী রাধা।
আকাশের পানে প্রশ্ন করে—
আনমনে রাধে
কেবল কালোর মাঝে
কেমন ভাবে
কৃষ্ণ প্রেম খেলে
অনন্ত গভীরে।
সৃষ্টির পারে —
ওপারে
এখানেও
পরকীয়া ভাব।
প্রেমিক ও প্রেমিকার
আপাত শরীর
হাঁসে খেলে
কথা বলে
সৃষ্টির তাগিদে।
প্রেমটাই আসল ভাব,
পরকীয়া তাহার আকার।
অনন্ত সৃষ্টির মাঝে —
ইহার প্রকাশ।
রূপে ও অরূপে
তাই মিশে আছে
পরকীয়া ভাব তাইতো
তাল তমালের ছায়ে
কৃষ্ণভাব নাচে।
বিরহিনী রাধার
চোখের জলে
যমুনার কালো জল
তাই উথলিয়া ওঠে।

পরের পাতায়

কেবল রাধা রাধা নামে
ছন্দন বৃক্ষ হতে
সুবাস আসে খসে
আনন্দ উল্লাসে।
পরকীয়া বেশে
প্রেমের কঙ্কালে
পরকীয়া এলে
জীবাশ্ম কথা বলে
আপন শরীরে।
প্রেমে সদা থাকে
বিপরীত আধান
পরভাব এলে
ব্রহ্মান্ড ও
কথা বলে
গড়ে ওঠে
পরমাণু হতে
অণুর ভুবন।
এ বিশ্ব চরাচরে—
তাইতো রাধার কানে
আজও বাজে
কৃষ্ণের বাঁশি।
আমরাও ছুঁটে চলি
সেই বাঁশির টানে
সদা এক থাকে গুণনে
অঙ্ক ও তার
অনন্যকের মানে।
তোমার অঙ্গশোভা নিরীক্ষণে
মত্ত মর্ত ভুবন
এই হতি মাছি খেলায় সু
পড়লে ধরা বিহানে
পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে
শাখে শাখে।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (১৮-০৮-২০১৩)

সতীর জীবন লয়

আমার প্রতি অণু কাঁদে সু,
তোমার প্রতি অণুর তরে
স্পর্ষপ্রীয় বিন্দুরাজি
সীতাসম কাঁদে,
অশোক কাননে।
নিমেষ ভগ্নাংশ ব্যবধানে,
ঘটে যায় হাজারো সুনামী
আমার ভূ-ভাগ জুড়ে
দেহজ ও মনজ প্রত্যেক স্তরে।
আমার দেহের প্রস্থচ্ছেদে সু,
তোমার মুখ ভাসে
স্মিত হাস্যে
দিগন্ত গিয়েছে ভরে।
আমার দেহের লম্বচ্ছেদে সু,
তুমি হেলান দিয়ে আছ শুয়ে
সমস্ত বিশ্বের রূপ,
তোমার তিলোত্তমা শরীরে।
আমি তো ক্ষুদ্র নর
অণুজীবীর চেয়েও হীন
ক্ষুদ্র এ শরীরে তারই মর্মর ধ্বনি।
আমিতো ক্ষুদ্র নর,
অতি ক্ষুদ্র এ শরীর
তার চেয়েও দূর্বল অতি

পরের পাতায়

আমার হৃদয়ের বাঁশি
দর্বাদল সম তার জীবনের রতি।
এই দূর্বল গড়নে সু —
নিদ্রায় বা জাগরণে,
ঘন ঘন প্লাবন
কখনো ঘটে যায় মহাপ্রলয়
পতি নিন্দার কারণে,
সতীর জীবন লয়।
যে দিকে তাকাই সু —
কোথাও নৃত্য নেই থেমে।
দিকে দিকে দশ দিকে
সাতিহীন পতি শিবের মুরতি
রুদ্র বিণায় উঠে কাঁদি।
যেন ধ্বংস শঙ্খ উঠে বাজি
নৃত্যে গিয়েছে মাতি এই কালভৈরবী।
প্রলয়ের তালে তালে ডুমুর বেজে চলে
দ্রীম দ্রীদিম তালে
অক্ষয় অম্বরে।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (২৭-০৮-২০১৩)

সিন্ধু সভ্যতা

সইতে পারিনা সু,
তোমার এই পরকীয়া খেলা।
ত্রিভুবনে তোমার এই নারকীয় খেলা।
এক বিন্দু জলের জন্যে
সিন্ধুর পদতলে আমৃত্যু প্রার্থনা
এতই আমার শরীর পিপাসা মাখা
সর্ব শরীরে ছেয়ে আছে মৃত্যুর যন্ত্রণা।
তোমার অঙ্গ শোভা নীরিক্ষণে
মত্ত হয়েছে মর্ত্য ভুবন।
এই হাতি মাছি খেলায় সু
আমিও পড়েছি ধরা।
তাই তো আমার শরীর যন্ত্রণা মাখা।
বিহানে বা সায়াহ্নে কুঞ্জে কুঞ্জে
গাহে না পাখি,
তারাও ভুলেছে গান —
বিরহ সমান।
যদিও জলেতে জন্ম আমার
জলজ হলো অপর নাম।
এমনি কপাল আমার
বিধি হলো বাম
শনি হলো ডান।

পরের পাতায়

পিপাসা হয়েছে জমা
পাহাড় প্রমান।
এ হেন বিপর্যয় গঠে গেল সু —
পিপীলিকা সম ক্ষুদ্র শরীরে।
স্পর্ষলোভি বিন্দু গুলো শরীর ময়
রুদ্র মূর্তিতে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে।
এ হেন কালেও সু
আছ তুমি নির্বিকার —
স্থায়ী তোমার স্থিতি।
অবলীলায় খেলে যাও
পরকীয়া খেলা।
তোমার শরীরের শত সহস্র ঝরণায়
বিকশিত তোমার হৈম গা।
তোমার কেশ রাশি করেছে বিস্তার
অপূর্ব স্বর্গের শোভা।
তোমার মৃদু মৃদু হাসি
যেন পারিজাত লেখা।
তোমার চরণতলে সেজে উঠেছে
তরাই অঞ্চল।
তোমার গাত্রে আছে গাথা
সিন্ধু সভ্যতা।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (২৭-০৮-২০১৩)

পরতাপ

পরতাপে পুড়ে মরি সু,
চিত্তক্ষেত্রে জাগে না কোন কথা।
জমে না তো কোন
নিরধর হৃদয় অঙ্গনে
ক্ষণ অবকাশে চাতক নয়নে চেয়ে থাকি
প্রিয়া তোমার নয়নে
মরু অঞ্চল জেগে আছে সেথা
বয়ে চলে মরুঝড়
এ যে বিধাতার লেখা।
পাহাড়ের চূড়া হতে ব্যার্থ শতকে
সাগর প্রদেশ পানে—
বৃথা তৃষ্ণা ধায়
জল ছলোছলো নয়নে।
নভসঙ্গম ভুলে গেল তার পথ
আকাশের ব্যাপ্ত কিনারায়
ময়ুরও ভুলেছে তার পেখম বিস্তার।
সর্বশরীরে তারও বয়ে চলে খরা।
তারও চোখের দু'কোণে
কেবল আঁখি বয়ে যায়।
বনস্পতির শিকড়ে শিকড়েও
কেবল জলের পিপাসা,
সর্বগঠনে তাই বিয়োজন ব্যাথা।

পরের পাতায়

ক্ষণিক গমনে সময়
প্রাণ হারাবে প্রাণ।
পিপাসা এমনি ঘনীভূত,
পাহাড় প্রমাণ।
যম যেন তার দীর্ঘ নখ
আর তীক্ষ্ণ দণ্ড করেছে প্রসার।
এখনি গ্রাসীবে আমায়
ঘটবে সর্ব সংহার।
তোমার বিহনে
এ হেন মহাশূণ্যতা।
সর্ব চরাচরে ঘটে যায়
এ হেন নিদারুন ব্যাভিচার।
সইতে পারিনা সু
মানতেও পারি না।
তোমার এই রুক্ষ্ম প্রকাশ।
প্রাপ্ত জ্ঞানও সু
লয় হয়ে যায়।

(রচনাকাল ঃ-সকাল: (২১-০৮-২০১৩)

হ্লাদিনী রূপ

তুমি যবে সু —
অন্য শাখে দোল খাও
বিপিনে হারাও।
চন্দন চর্চিত অঙ্গে
পরবাসে যাও।
কেশমাঝে ফুটে আছে
কামিনীর থোকা।
গলেতে দুলিছে সু
শিউলীর মালা।
ধ্যানমগ্ন উমা কণ্ঠে যেন শোভে
শীবের প্রত্যাশা।
এই বাস পরে যবে সু
তুমি গোপনে পরবাসে যাও।
আমার দু নয়নে অশ্রু বন্যা নামে
পথ দৃষ্ট না হয় সু
তোমার কারণে।
আমার মধুমাসে
অকালে ঘটে যায় মহালয়
কপাল জুড়ে জ্বলতে থাকে শিবচিতা
আমার যে দেহ হলো সু-
এ মহাশ্মশান সম।
রাত্রি-দিন দেহ পুড়তে থাকে

পরের পাতায়

পোড় খায় কপাল,
এ আমার ভাল।
বলতে পার সু —
আমার এ রমণ সাজ
খুলি দিব কারে।
পঞ্চশরে রুধিস্নাত
এ দেহ ও মন
তোমার ভজনা করে
সর্ব শরীরে সর্বস্তরে
অণুতে পরমাণুতে বা
ডি.এন.এর কোডে কোডে
এ দীপক থাকে জ্বলে।
তোমার হ্লাদিনী রূপ
পরিহার কর সু
মিনতী তব পায়।
ওগো - ....
শ্যামসোহাগিনী, বৃন্দাবনবিলাসিনী
কৃষ্ণভানুনন্দিনী।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : (২১-০৮-২০১৩)

মনের রোগ

মনপবনে নেই কোন গতি
ঝড়ের প্রতিক্ষায়
যেন রুদ্ধ বনস্পতি।
মন কষাকষি লেগে আছে সু —
নিত্য দিবা - নিশী
তোমার লাগি।

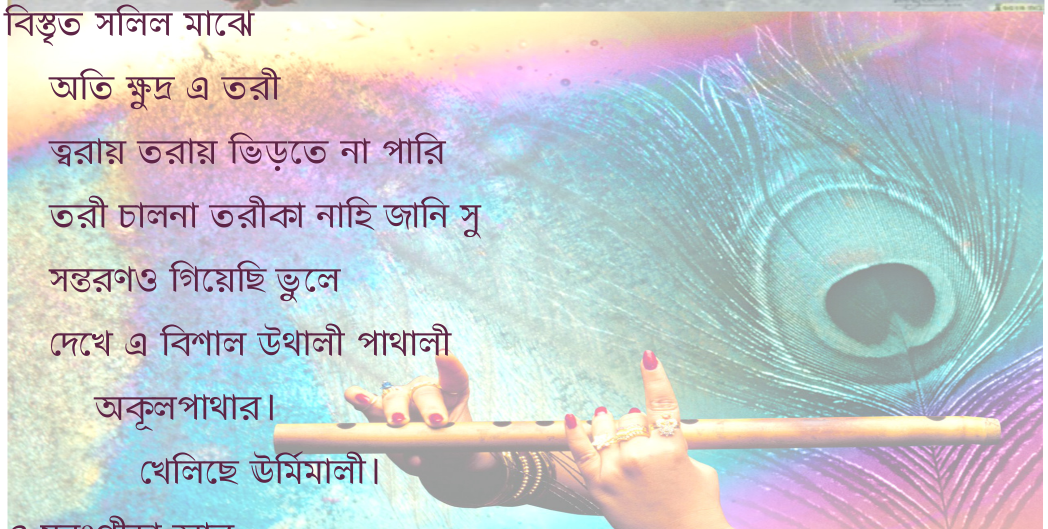

বিস্তৃত সলিল মাঝে
অতি ক্ষুদ্র এ তরী
ত্বরায় তরায় ভিড়তে না পারি
তরী চালনা তরীকা নাহি জানি সু
সন্তরণও গিয়েছি ভুলে
দেখে এ বিশাল উথালী পাথালী
অকূলপাথার।
খেলিছে ঊর্মিমালী।
এ মনঃপীড়া আর
না সইতে পারি সু
কেবল মনমরা লাগে মনের গঠন
মনঃকষ্টে কোনমতে বয়ে চলি সু
এ অসাড় জীবন যাপন।
কোন বদ্যি সারাতে না পারে
এ মনের রোগ

পরের পাতায়

দেহে সে বেঁধেছে বাসা
অসাড় ও অব্যয়।
এ হেন মনস্তাপে বনে বনে
দাবানল জ্বলে।
সমুদ্র বক্ষে নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে
অক্ষয় বাড়বানল।
মনের আগুন জ্বলতে থাকে
বাড়ে মনের জ্বালা।
মনের সুখে ঘুণ ধরেছে
মন যে কেমন করা।
মণিমণ্ডপে থাকতে চাইনা সু -
বেছে নিয়েছি যাযাবর জীবন।
যদি দেখা হয়
কোন খানে কোন ক্ষণে।
জানি পথের দু'পাশে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
ছিন্ন বিছিন্ন তোমার চরণ।
মনে মনে বিন্যাসে ও সমবায়ে
মগনে গড়ে তুলি তোমার চলন।
এই ভাবে কাটে আমার
অনন্ত বিরহ জীবন।

(রচনাকাল ঃ-সকাল : ২১-০৮-২০১৩)

নারদের ঘর

এখন এক অতি অস্থির সময় এসেছে বুঝি
একে তো সতত প্রবাহমানা নদীর গতিসম
সময়ের গতি।
তাতে মুক্ত মানুষের অতৃপ্ত কামনারাশি
সময়ের মহাসমুদ্রে চটে শত ঊর্মি খেলে
সমস্ত চরাচর মনে হয় এই বুঝি যায় রসাতলে
গতিশীল সময়ের সুনামী আক্রোশে।
সুখের দাবানলে
শান্তির স্থিতধী সবুজ বনানী
ভষ্মিভূত হয় —
আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরি চারধার অট্টহাস্যময়।
মহাসমুদ্রের মধ্যে প্রঙ্গ ও শান্ত
জলধী তলেও বাড়বানল জ্বলে উঠে
রম্ভা বা মেনকার নৃত্যে
মুনির তপস্যা যায় ভেঙ্গে।
নারদও লাস্যময়ী রমণীর জলকেলি দেখি
প্রভুর তৃষ্ণার কথা ক্ষণিকে যায় ভুলি
যে মুখে অনন্ত ধারায় সদাই বইত নারায়ন নাম
তারও অখণ্ড গতি হঠাতই যায় থামি।
নদি তটে স্থিতু হয় আপেক্ষিক স্থিতি
গড়ে ওঠে সুখের আপতঃ ক্ষণস্থায়ী বন্দন
কাম ও কামনার জারক রসে সিক্ত হয়ে

পরের পাতায়

নদী তটে পড়ে ছোট্ট এক ঘর —
ক্রমে রতি রসে উঠে মাতি —
জেগে ওঠে নদী বুকে পাহাড় প্রমাণ বাৎসল্য রস।
জাগ্রত সু সেই তুমি এসে ভেঙ্গে দিলে নারদীয়া ঘর।
খুলে দিয়ে সব সাজ তুমিই দেখাইলে পর পার
ওপারে বসে আছে অসীম প্রতিক্ষায়।
অখণ্ডকাল ব্যাপি
তৃষ্ণার্ত ত্রাতা।
প্রভু নারায়ন মুখে সদাই খেলিছে
তুমিও তথায় গেলে এতক্ষণ নাই এলে
জলের অভাবে মর্ত্যে এসেছি যখন
জীবন যাবে চলে।
নারদের ক্ষণিক ভ্রম ক্ষণে গেল ভেঙ্গে
কামনার শক্তি কত নিমেষে গেল বুঝে
প্রভু প্রীতি নিয়ে অহংকার আর নাই সাজে।
নারদ মুখে উচ্চারিত হায় নারায়ন
সম মোরে পদে পড়ি
এই নাও তৃষ্ণার জল
এই জল সেবন করে
মায়ার জাল কৃপা করো সম্বোরণ
তোমার পদে যেন থাকে মতি
সর্বক্ষণ সারাক্ষণ নাই থামে গতি।

(রচনাকাল : সকাল-২৩-০৮-২০১৪)

অভেদ তত্ত্ব

অণুর জগৎ হতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড তালে
চৌষট্টি কলায় সু খেলিছ তুমি আপনার লয়ে।
কোথাও বিরাম নেই এই রৈখিক ও অরৈখিক গতির
কোথাও কণিকাতত্ত্বের মাঝে তোমার প্রকাশ
দৃশ্যমান হয় সু তোমার বৈধ ও অবৈধ আকার
আবার কখনো তরঙ্গ আকারে দৃষ্টির অগচরে
ঘটে যায় তোমার সু সিমাহীন বিস্তার
ভেদ্য ও অভেদ্য তোমার বহুধা রূপের
এই চঞ্চল প্রকাশ ত্রিভুবন ব্যাপি
আপন এই নৃত্যের তালে সদা বাজে তার নুপুর
দ্রুত বা বিলম্বিত আপন খেয়ালে।
তোমার এই ত্রিভঙ্গ কৌণিক নৃত্যে দিন ও রাত্রি আসে।
দৃশ্য ও অদৃশ্য তোমার রূপের আড়ালে।
তবুও তৃপ্ত নয় সু তোমার অতৃপ্ত বাসনা
তোমার প্রকাশিত হওয়ার সুতীব্র কামনা
সু নাই জানে ক্ষমা।
বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথ ধরে
তোমার গতি সু সদাই থাকে সচল
ঘটনা বা অঘটন সবই যায় ঘটে
আপন নৃত্যের মৌন বা সরব তোমার নৃত্যের তালে তালে
ঘটে চলে চরাচরে ঋতুর আবর্তন।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরত, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে
তোমার অরূপ দেহ ঘিরে সু
তোমার রূপের বহুধা বিকাশ।

পরের পাতায়

সমুদ্রের কল্ললে তোমার কায়া ও ছায়া সু
সর্বদা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় মায়ার আকারে
ব্যার্থ ও অব্যার্থ জীবন মাঝে।
সদাই বহিছে পবন আপন গতিতে
সতী বা অসতী সকল পাতাগুলো
নেচে নেচে চলে যায় সু
আপনার লয়ে।
আদিম অরণ্যের গানে মুখরিত হয় আধুনিক সমাজ।
তোমার প্রকাশে অদি এই বাসনা
সূর্যের দেহ হতে এই পৃথিবীর ভাঙন করেছে রচনা।
তোমার অজৈব প্রকাশে সু নাই হলো থামা।
জৈব প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা
গড়ে নিল জলধী আপন ভুবন মাঝে
শুরু হলো নতুন এই চলা।
এক কোশী অ্যামিবা হতে বহুকোশী মানবে
নানান রূপে সু তুমি নিত্য প্রকাশে।
এখানেও জানি সু তোমার নাই হবে থামা।
এরও পরে কোন এক নতুন জগত করছে প্রতিক্ষা
তোমার নতুন নৃত্যের তলে সু ঘটবে খুদ্র হৃদয়ে
সহ্য নাই হয় অতিক্ষুদ্র এই আধার মাঝে
অনন্ত আধেয় স্থান নাই পায়।
জন্ম আর মৃত্যু অভেদ তত্ব গায়
বাঁচা আর মরা এক হয়ে যায়।

(রচনাকাল : সকাল-১০-০৯-২০১৪)

চন্ডাশোক

পৃথিবী জারিত আজ কামনার রসে
ভেগোর তৃষ্ণা আজ রাবণের চিতা সমান জ্বলে।
প্রবল বিষণেও তা কোনমতে নাই নিভে
যেন তৈল সংযোগে তা —
মেদিনী ছাড়ায়ে তা স্বর্গপানে ছুটে।
কোথাও খামতি নেই লালসার রসে
কালের নিয়মে ধরণী করবে গ্রাস
কর্ণের রথচক্র কুরুক্ষেত্র মাঝে
অর্জুনের মৃত্যুবানে লুটাবে দেহ
কালের অমোঘ নিয়মে।
চিতাতে শেষ হয় ষড় রিপু পীড়নের
আপেক্ষিক গতি।
চিতা ভস্মে তখনো টিকে থাকে অক্ষয় ভাব
ফল্গু সম বালুকা রাশির অন্তরে
বয়ে চলে ভোগের চরম লিপ্সা
কলিঙ্গের রক্ত ধারায় আজও চন্ডাশোক
কথা কয়।
বুদ্ধের পাদতলে তীরবিদ্ধ বক
রক্ত মাখানো বুকে চিত হয়ে শুয়ে
তাই তো দেখি একবিংশ শতকেও
বোধিবৃক্ষ রক্তাক্ত হয় সন্ত্রাসী হানায়।

পরের পাতায়

বুদ্ধে চোখে নীর নাই থামে
শ্রাবণের বরিষণ সম অঝোরে তা ঝরে।
কাম ও কামনার গতিশীল ব্রহ্মাণ্ডের
প্রবল ঘূর্ণন মাঝে
লাট্টুর মতো ঘোরে
নিজস্ব উত্তাপে বিরামহীন পথে।
নিজের আগুনে নিজেরই দেহ চিতসম জ্বলে
অনন্তকাল ব্যাপি।
কখনো না থামে।
আমি বোধ বাদ দিলে শত মুক্তি কড়া নাড়ে
আপন চোকাঠে।
এত সব নাই বুঝে
শত ভ্রম বুকে নিয়ে গড়ে তুলি
ক্ষণস্থায়ী কক্ষ পিঞ্জর।
আবরণে - আভরণে সাজিয়ে তুলি প্রদীপ শিখা সম।
প্রবল সুনামী মাঝে।
ক্ষয় আর অক্ষয় দুই বোধে ঘটুক মিশ্রণ খণ্ডিত জীবনে।

(রচনাকাল : সকাল-২১-০৮-২০১৪)